তারিখ ....17. JUN.2016..
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬......

কালের কণ্ঠ

স্কুল ফিডিংয়ের পরিসর বৃদ্ধির কাজে ধীরগতি

শরীফুল আলম সুমন ▷

গাজীপুরের ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আড়াই হাজার শিশুকে গত ২১ মে থেকে সপ্তাহে দুটি ডিম খাওয়ানোর কার্যক্রম শুরু করে প্যারাগন গ্রুপ। একই সঙ্গে নিরাপদ পানীয় জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্বও নেয় কম্পানিটি। শিশুদের পুষ্টি উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই তারা এই উদ্যোগ নেয়। এই কর্মসূচি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা সে সময় বলেছিলেন, 'দেশে অন্তত পাঁচ হাজার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী রয়েছেন। এ ছাড়া কিছু ব্যক্তি উদ্যোক্তাও রয়েছেন। তাঁরা যদি তিন থেকে ছয়টি স্কুলের জন্য ফিডিংয়ের দায়িত্ব নেন তাহলে দেশের অর্ধেক প্রাথমিক স্কুলে সহজেই এই কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব। বাকি স্কুলগুলোর দায়িত্ব সরকার নিতে পারে। তাহলেই দ্রুততার সঙ্গে স্কুল ফিডিং চালু করা সম্ভব।'

এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগেও আমাদের দেশেই চালু হয়েছে স্কুল ফিডিং। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার নগরকুমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি সহায়তা ছাড়াই চলছে স্কুল ফিডিং। চার বছর ধরে ৩০০ শিশু পাচ্ছে রান্না করা গরম খাবার। এর জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে মাসে শিক্ষার্থীপ্রতি দুই কেজি চাল, ১০ টাকা ও সপ্তাহে একবার যার যে সবজি আছে তা নেওয়া হয়। কেউ পারলে লাকড়ি ও তেল দেয়। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সাহায্য করে থাকেন। আর এতেই খিচুড়ি, সাদা ভাত, সবজিসহ নানা পদ খাবার দেওয়া হয় শিশুদের।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিক হোসনে আরা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি যখন দেখলাম দুপুরের খাবার ছাড়া শিশুদের স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হবে না তখনই আমি উদ্যোগ গ্রহণ করলাম। খালি পেটে বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত একটি বাচ্চাকে পড়ালেও সে তা গ্রহণ করতে পারবে না। এখন আমার স্কুলে অনুপস্থিতি নেই বললেই চলে। অভিভাবকরাও বাচ্চাদের স্কুলে পাঠিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকেন। তবে সব কিছু ঠিকভাবে চালাতে আমাকে কিছু বাড়তি কাজ করতে হয়।'

অন্য দেশগুলোতে সরকারের পাশাপাশি স্কুল ফিডিংয়ে এগিয়ে আসছে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি। ভারতে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশন বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ১৫ লাখ শিশুকে প্রতিদিন রান্না করা খাবার পৌঁছে দেয়। তারা প্রায় ২০টি সেন্ট্রাল কিচেনের মাধ্যমে এই খাবার রান্না করে। এক মাসে তারা শিশুদের প্রায় ১৮ পদের খাবার দেয়। এর সঙ্গে আবার দুধের প্যাকেটও দেওয়া হয়। অথচ বৈচিত্র্যময় এই খাবার তৈরি করে শিক্ষার্থীপ্রতি তাদের ব্যয় হয় মাত্র সাত রুপি। এর মধ্যে সরকার দেয় সাড়ে চার রুপি। আর বাকি টাকা এই ফাউন্ডেশন জোগাড় করে। কর্ণাটক রাজ্যের হাবলী কিচেনেও আলাদা সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিদিন রান্না হয় এক লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর খাবার। একটি কিচেনে রান্নার পরই সেই খাবার বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হয়। অথচ বাংলাদেশে প্রতিদিন শুকনো বিস্কুটেই আটকে আছে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম।

১৪ বছরে আওতাভুক্ত হয়েছে ১৯ শতাংশ শিশু

প্রতিদিনই একই বিস্কুট খেতে একঘেয়েমি

প্রয়োজন বেসরকারি উদ্যোগ

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটানসহ এশিয়ার প্রায় সব দেশেই প্রাথমিকের শিশুদের স্কুল ফিডিং হিসেবে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। এমনকি আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোতেও শতভাগ শিশুকেই এই গরম খাবার দেওয়া হয়। ব্রাজিলে পাঁচ কোটি শিশু রয়েছে স্কুল ফিডিংয়ের আওতায়, যারা পায় রান্না করা খাবার। ২০০১ সালে আমাদের দেশে স্কুল ফিডিং চালু হলেও ১৪ বছরে মাত্র ১৯ শতাংশ শিশু এর আওতায় এসেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিকে স্কুল ফিডিংটা এখন খুবই জরুরি। ভারতে যেখানে ফিডিং কর্মসূচি আছে সেখানে ঝরে পড়া শূন্যতে চলে এসেছে। এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হতে পারে না। আর আমাদের দেশে যে বিস্কুট দেওয়া হয় তাতে পুষ্টি থাকলেও ক্ষুধা মেটায় না। আর একই জিনিস তো বড়রাও প্রতিদিন খাবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানেই স্কুল ফিডিং আছে সেখানেই গরম খাবার দেওয়া হয়। শিক্ষার যেসব অত্যাবশ্যকীয় জায়গা আছে সেখানে বিনিয়োগ করতেই হবে।'

ফিডিংয়ের আওতায় থাকা কয়েকটি স্কুলে খবর নিয়ে জানা যায়, প্রতিদিন একই বিস্কুট খেতে চায় না শিশুরা। স্বাদহীন এই বিস্কুটে একঘেয়েমি চলে এসেছে শিশুদের। এই ৭৫ গ্রাম বিস্কুটে ৪৫০ কিলোক্যালরি, ১২৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৭৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়ামসহ উচ্চমাত্রার পুষ্টিগুণ থাকায় একবারে আটটি বিস্কুট খেলে সমস্যা দেখা দেয় শিশুদের। তাই একবারে দুটি বিস্কুট খেয়ে বেশি পরিমাণ পানি খেতে হয়। আর এই বিস্কুটটি প্রচলিত অন্যান্য বিস্কুটের মতো সুস্বাদুও নয়। এতে চিনির পরিমাণ খুবই কম। শিশুরা মিষ্টি পছন্দ করলেও উচ্চপুষ্টিগুণসম্পন্ন এই বিস্কুটে চিনির পরিমাণ মাত্র ১২ শতাংশ। তাই শিশুদের বিস্কুট দেওয়া হলেও অনেকেই তা না খেয়ে বাসায় নিয়ে যায়।

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার পয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আলী হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুলে দুই বছর ধরে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রথম দিকে এই বিস্কুট খাওয়ার জন্য যে আগ্রহ ছিল সেটা এখন আর নেই। তবে রান্না করা খাবার দিলে বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশি কাজে আসবে।' ওই স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণির শিশু অনন্যা ফোনে কালের কণ্ঠকে বলে, 'প্রতিদিন একই বিস্কুট ভালো লাগে না। এর চেয়ে দোকানের বিস্কুট অনেক বেশি মজা।' পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাসুম বলে, 'আমাদের বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হয়। কিন্তু প্রথম পিরিয়ডেই বিস্কুট দেওয়া হয়। হাফটাইম পরেই ক্ষুধা লেগে যায়।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, 'দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' নামের প্রকল্পে দেশের ৯৩টি উপজেলার ৩৫ লাখ শিশুকে প্রতিদিন দেওয়া হয় ৭৫ গ্রাম বিস্কুট। সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডাব্লিউএফপি) সহায়তায় এই প্রকল্প চলবে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এর বাইরেও ডাব্লিউএফপির অর্থায়নে বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার সব বিদ্যালয়ে এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নে পাইলট ভিত্তিতে ২০ হাজার শিশুকে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৮ লাখ শিশু ফিডিংয়ের আওতায় রয়েছে, যা মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১৯ শতাংশ। আর এসব প্রকল্পের জন্য ব্যয় হচ্ছে তিন হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। সরকার দিচ্ছে দুই হাজার ১৪৫ কোটি ও ডাব্লিউএফপি দিচ্ছে ৯৯৯ কোটি টাকা।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সহকারী প্রকল্প পরিচালক (এপিডি) মো. ফরহাদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিস্কুটের স্বাদ বাড়াতে ইতিমধ্যেই আমরা ভ্যানিলা ফ্লেভার যুক্ত করেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই স্বাদ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আপাতত একটি প্রকল্পের মাধ্যমেই এই কার্যক্রম চলছে। তবে ব্যক্তি, করপোরেট ও সামাজিকভাবে সবাই মিলে এই উদ্যোগে শামিল না হলে স্কুল ফিডিংয়ের আওতা বাড়ানো খুব কঠিন। বিষয়টি বিবেচনা করেই সরকার জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতিমালা তৈরির কাজ করছে। এই নীতিমালা তৈরি হলে এই কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'